সাধন প্রতি-পুরাণের লেখক

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে লেখা আমার পক্ষে একটু কঠিন, যদিও কয়েকবার তাঁর গল্প-উপন্যাস নিয়ে লিখেছি। আসলে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এমনই যে, সাহিত্যিক বিবেচনার নৈর্ব্যাক্তিকতা রক্ষা করা আয়াসসাধ্য। তঁার আদর- আবদারের চাপও মাঝে মধ্যেই মেনে নিতে হয়; আমার মতো অলস ও বর্তমান-সময়ে প্রত্যাখ্যানের স্বপ্নে বিশ্বাসী মানুষকে। সাধন, সচল করতে চান, প্রত্যাখ্যানের নঞর্থক সংযোগের জায়গায় সদর্থকভাবে সংযোগী করে তুলতে চান। কখনও কখনও এখানে ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়ায় সফলও হন।

তবু লিখতে হয়। কারণ তাঁর সঙ্গে আমার এই ব্যক্তিগত যোগাযোগের দরজা প্রাথমিকভাবে তাঁর গল্প, পরে উপন্যাস। ১৯৬৬-তে 'নন্দন' পত্রিকায় গল্প লিখে সাধনের প্রকাশ্য সাহিত্যিক জীবন যথাযথভাবে শু হয়, তারপর সাড়ে তিন দশক কেটে গেছে। সাধন এখনও লিখছেন শুধু নয়, দাপটে লিখছেন আমাদের মতো তাঁর ধারাবাহিক পাঠকের কাছে নতুন নতুন রূপে আবিষ্কৃতও হচ্ছেন। এই 'দম' একজন লেখকের পক্ষে বড় দরকার। সাধন এই 'দম'কে কখনও শিথিল হতে দেন নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিছুটা প্রথম পর্যায়ের সমরেশ বসু তাঁকে উজ্জীবিত করেছিল, এ উজ্জীবনে তিনি বেশ কিছু স্মরণীয় গল্প লিখেছেন। ১৯৮০-র দশকের শেষপর্ব থেকে সাধন বাস্তব, বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর ভাবনাকে পাল্টাতে থাকেন। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলন থেকে বামফ্রন্ট সরকারের পশ্চিমবঙ্গে শাসনের প্রথম দশ বছর যে স্বপ্ন-আশাকে ধরে রেখেছিল তার নানামাত্রিক সংকটে সাধন নিজ প্রত্যয়ে স্থির থেকেই অন্য বোধে পৌঁছাতে চান। বাস্তবকে নানাসুখে, নানা স্তরে দেখতে চান। মার্কসীয় বীক্ষার বহুবাচনিক বিকাশ যে একশিলা একরৈখিকতায় ধবস্ত হচ্ছে, এ চেতনা থেকেই আপাতিক বাস্তবের ভেতরের আরও নানা বাস্তব খুঁজতে চান সাধন। পাঠকে হিসাবে আমি চমৎকৃত হই- একজন লেখক বর্হিবাস্তবের সংকটকে, চেতনাহীন অবসন্নতাকে ব্যবচ্ছেদ করছেন নিজ পরিচিত ও চর্চিত ভূমিকে ত্যাগ করে, তাঁর প্রথম দু-দশকের লেখক-জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রশ্ন করছেন নতুন লেখায়, এঘটনা প্রমাণ করে সাধনের সচলতাকে। অথচ সাধন তাঁর মূল একটি প্রত্যয়কে ধরে রাখেন - ব্যক্তি যে কেবল ব্যক্তিগত নয়, বাহির ও ভিতর মিলিয়েই তার অবয়ব বা অবয়বহীনতা, বর্হিবাস্তব ও অন্তর্বাস্তব মিশে যায় ব্যক্তি ও মানুষের গল্পে, চরিত্রে, এই দ্বন্দ্ব ও সংযোগের ধারণায় তিনি স্থির। তাঁর নতুন পর্যায়, ফর্ম বা রূপবন্ধন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাই শিকড়হীন মনশৈলীচর্চা হয়ে ওঠে না।

আমার মতো পাঠকের কাছে সাধনের এই নতুন পর্যায়, যত না ছোটগল্পের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ, তার থেকে বেশি উপন্যাসের জন্য। সাধন তাঁর নতুন, পরবর্তী পর্যায়ে ঝাঁপ দেওয়ার সাহস খানিকটা পেয়েছেন ইংরেজি ও কিছুটা বাংলায় অনূদিত ল্যাটিন আমেরিকার লেখকদের কাছ থেকে। অবশ্যই সেই সব লেখক যাঁরা ইয়োরোপে গৃহীত ও বিখ্যাত হয়েছেন, নচেৎ এঁরা ছাড়াও মহৎ ল্যাটিন আমেরিকান লেখক আছেন যাঁদের খবর আমরা পাই না। যেমন আমাদের বাংলা ভাষার তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের খোঁজ পশ্চিমী জগৎ প্রায় রাখে না বললেই চলে। আমাদের ল্যাটিন আমেরিকামুখিতা ত এক অর্থে ইয়োরোপমুখিতাই। তবু এর মধ্যেই এ জগৎ আসে- সাধন তাঁর বাস্তবের নাব্যচেতনাকে নির্মাণ করেন কিছুটা এই জগতের প্রণোন্মাদনায়। এই নব্যচেতনার ছাপ তাঁর ছোটগল্পেও নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আমার মনে

হয়েছে, ছোটগল্পে তাঁর এই চেতনা এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে আছে -- তাঁর আগের পর্যায়ের শীর্ষকে স্পর্শ করতে পারেনি- অবশ্যই এটি একজন পাঠকের অভিমত। অন্য পাঠক এরকম নাও মনে করতে পারেন।

কিন্তু উপন্যাসে সাধন বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন, এই পরবর্তী পর্যায়ে, বলা ভালো। ১৯৯০-এর দশকে। এর আগে সাধনের উপন্যাস পুরনো বাস্তববাদের ধারাতেই চলছিল, জটিলতাকে যে অনুধাবন করতে চাইছিলেন না তা নয়, কিন্তু এ ধারার, সমালোচনামূলক বাস্তবাদের যে বিরাট পরম্পরা, তাকে ঠিক আত্মস্থ করতে চাইছিলেন না। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার একমাত্রিকতায় যেন আটকে যাচ্ছিলেন, অথচ ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠছিলেন। অর্থাৎ উপন্যাসের ছন্দ, বহুস্বরিক ত্রিয়া সাধনের উপন্যাসে খন্ডিত হচ্ছিল, এটা ভাঙার চেষ্টা তাঁর প্রথম পর্যায়ে তিনি যে করছিলেন, তার প্রমাণ 'পক্ষ বিপক্ষ ' উপন্যাসটি। কিন্তু সেখানেও কোন পিছুটানে তিনি সীমা অতিত্রম করতে পারলেন না। পাঠক হিসাবে আমি ঔপন্যাসিক সাধন চট্টোপাধ্যায়কে নতুন করে আবিষ্কার করলাম 'জলতিমির' উপন্যাসে। সামগ্রিকভাবে উপন্যাসটি আমার মতো পাঠকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ড়া উঠলেও, এর অভিঘাত গভীর ও প্রবল। বুঝলাম, ঔপন্যাসিক সাধন তাঁর সীমা অতিত্রম ক'রে চেতনার চরমায়নে, বাস্তবে, সম্পর্কে, নব্য বীক্ষায় যেন বাস্তববাদী পরম্পরার বাইরে আসছেন। টুকরো টুকরো কোলাজে, মিথের ব্যবহারে ও জাগরণে অনড় কেন্দ্রবিন্দুগুলি ভেঙে দিয়ে সাধন সেই প্রতীকী তাৎপর্যে যেতে চাইছেন যা সাহিত্যকে, উপন্যাসকে কালোত্তরে নিয়ে যায়। অন্নপূর্ণা এ উপন্যাসের প্রতীকী ত্রিয়ায় এ সময়েরই গর্ভ হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর প্রথম পর্যায়ের রেশকে সম্পূর্ণ এ উপন্যাসে ছাড়তে না পারার দণ বিজ্ঞান আন্দোলন, নানা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ইত্যাদির আবরণে আর্সেনিক-গ্রস্ত অঞ্চলের গল্প একালের ভয়ঙ্কর অসহায়ত্ব ও আটকে-পড়া, ভবিষ্যৎ মৃত্যু নিশ্চিত জানা মানুষের কাহিনী হয়ে উঠল না-- এ মৃত্যু শুধু শারীরিক মৃত্যু নয়, এ এক অদ্ভূত আঁধার, এ চৈতন্য মড়ক।

এই সীমাকে ভাঙলেন সাধন তাঁর 'মাটির অ্যান্টেনা'য়। যেন একটি দিনের রোজনামচায় ধরে দিতে চাইলেন আজকের যন্ত্রণাকে, এক রক্তপাতকে। হত্যাকে, মৃত্যুকে-- আবার প্রবল প্রতিবাদকে। উপন্যাসটি আপাত ছড়িয়ে পড়া এক ভিতের সংহতিতে বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। সাধন নিজেকে অতিত্রম ক'রে অন্য দিগন্তের দিকে ধাবমান। এই চলিষ্ণুতাই আরও দ্রুতি পেল তাঁর 'পাল্টি পুরাণ'-এ, লোকায়ত অথচ এসময়ের এক পুরাণ কথায়। উপন্যাসটির দুটি বৈশিষ্ট্য খুব আলগা পাঠেও চোখে পড়ে যা আগে তাঁর লেখায় সেভাবে ছিল না। এক, ব্যঙ্গ ও শ্লেষ। শুতেই পৌরসভার শতবার্ষিকীর যে চিত্র সাধন আঁকেন, তার বেষ্টনীকে ভাঙতে থাকে চাপা ব্যঙ্গ। বর্ণনার ধরণে কখনও কখনও মনে পড়ে যায় কালীপ্রসন্ন সিংহ-র 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'কে। শব্দ প্রয়োগ, ভাষার ছাপ, সবই সাধনের ক্ষেত্রে নতুন। নতুন পর্যায়ে সাধন যে বাস্তবকে ধরতে চান, তাতে এই অবসন্ন, এক অর্থে নিশ্চল অন্য অর্থে ক্ষিপ্র অধোগতিময় সময়ে এ ব্যঙ্গ শ্লেষ যে অব্যর্থ, লক্ষ্য করা যেত। এ সুখপাঠ্যতা তারল্য নয়-- পুতুলনাচের ইতিকথা বা গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম বা আরণ্যক যে অর্থে সুখপাঠ্য সেই অর্থে 'পাল্টি পুরাণ' সুখপাঠ্য। এ ভাষার চাল, শব্দ ব্যবহার, একটা তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী উপন্যাসটিকে সহজপাঠ্য করে তুলেছে-- এই সহজপাঠ কিন্তু আসলে কঠিন।

উপন্যাসটির প্রাক্-কথনে সাধন বলেছেন, এ উপন্যাস 'সময়ের ছবি। ছবি অথচ ছবি নয়-- ভাবমূর্তি।' আসলে ঘড়ির সময়েকে ধরে নয়, সব কিছুকে একটা রেখায় যুক্ত করে সাধন একটি কাউন্টার-পুরাণ লিখতে চান। এই পুরাণের যিনি দ্রষ্টা, এক অর্থে লেখকও বটে, সে কিন্তু, একটি চরিত্র। উপন্যাসের উপরিস্তরে সে প্রায় অনুপস্থিত, অথচ সেই যেন সব দেখছে, জানছে। শতবার্ষিকী সূচনা অনুষ্ঠানে থেকে সাত বর্গমাইল পৌর এলাকা যে এসময়ের অণুবিশ্ব হয়ে ওঠে, তা ওই চরিত্রের সূত্রে। চরিত্রর চলা ও লেখকের বলা মিলিয়ে যে পুরাণ তৈরি হয় তাতে অনেক গল্প, সোম-বুধ-শুত্র-মঙ্গলবারের গল্প। এ চরিত্রটিও তার ঝোলায় সংগ্রহ করেছিল 'অজস্র বুধ, শুত্র, শনিবারদের। বংচটা, ধুলোপড়া, কত পুরনো আমলের। যা কিনা এই শহরের খুব কম মানুষের স্মৃতিতে গচ্ছিত আছে। কত হুমকি, বদলা, প্রতিশ্রুতি, এবং স্বপ্নের যাদুঘর। কত মহৎ আকাঙ্খা ও মুহূর্তের সাক্ষী। কত নিরিবিলি বেলাগুলোর আদানপ্রদান। কত বৃহৎ বিশ্বাসের শীলমোহর। কত

কিছুর জন্ম, মৃত্যু এবং পুরজ্জীবন।' এই সময়, ইতিহাসকে যে বহন করে, যে বর্তমানের ক্ষেত্রনাট্যে শতবার্ষিকী-উৎসবের কক্ষ থেকে চুপিসাড়ে পালিয়ে এসে, এসব নিয়ে ফিরতে চায় এই শতবর্ষে, তাকে তো এ সময় সন্দেহের চোখে দেখে, যেমন আমাদের ইতিহাসে বারবার দেখেছে। আর এ সন্দেহে তাকে প্রায় মেরে ফেলে, ষড়যন্ত্রী ভেবে তাকে নির্মম প্রহার করে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওর সুখ-শরীর বদলে যায়। চোখ, নাক, কান ফেটে রক্তে-কষে জলে থ্যাতলা হয়ে গেছে। এ যেন এক পৌরাণিক 'র‍্যাগপিকার'-- যে সময় থেকে খসে পড়া দিনগুলো তুলে আনতে চায়। সে শতবর্ষের উৎসব কক্ষে এ দিনগুলোকে নিয়ে যেতে চায়। ইতিহাসের এই র‍্যাগপিকাররাই তো পারে ইতিহাসকে নতুন করে নির্মাণ করতে, ওই কক্ষের মাননীয়রা নয়, কক্ষের বাইরের যাদের কথা বলা হয়েছে তারাও নয়। সাধনের পালটি-পুরাণে এ র‍্যাগপিকারই ন ায়ক। সে সম্বিত ফিরে উঠে দাঁড়ালে, ঝাপসা মনে হয়, পিঠে বস্তা নেই। বস্তা থেকে মুঠি মুঠি পুরনো ভাঙা টুকরোগুলো ছোঁড়া হয় রাস্তায়, নর্দমায়, উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাতাসে, ভাঙা চালার ওপর। 'ভাঙা চালা' শব্দটি লক্ষ্য করার। একটা ষাঁড় বেশ কিছু রবি, শুত্র, সোমকে খেয়ে ফেলে--কিছু পাখি ভবিষ্যতের বীজ ফেলার ভঙ্গিতে চঞ্চুতে খুঁটে, খাবারের সন্ধ ানে টুকরো নিয়ে উড়ে চলে গেল। একশ বছরের সঞ্চিত সব কিছু এ-ভাবেই লুপ্ত হয়ে যেতে, চরিত্রটির মনে হল বহু পুরনে া বৃক্ষ ঝড়ে ভেঙে গেল, যেমন ফাঁকা বোধ হয়, বর্তমানটুকু জেগে রইল তার মাথায়। সে কিছু স্মরণ করতে পারে না। হঠ াৎ খেয়াল হয় একটি টুকরো, বহু পুরনো, বুধবার সে প্যান্টের পকেটে রেখেছিল, ঝোলায় ভরবে বলে খেয়াল ছিল না ত ার। এই বুধবারেই কি পুরসভার জন্ম? এই বুধবারেই বিন্তি বুড়ি তাকে পুরাণ কথা শোনাত। বিন্তি বুড়ি একবার ভবিষ্যব াণী করেছিল, চরিত্রটির ফাঁড়া আছে-- অন্ধ হয়ে পড়বে। সত্যিই কি সে অন্ধ হয়ে পড়ছে অন্ধকার-সন্ধিক্ষণ সত্যিই আসন্ন? লুপ্তপ্রায় এক বাড়ির উঠোনে ঢুকে সে ডাক দেয়--পিসি? বিন্তিপিসি? বিন্ত্রি মেয়ে কুট্‌নি, কুটনির মেয়ে সরো এবং সরোর সন্তান এখন ভবিষ্যৎ-গর্ভে। কেউ সাড়া দেয় না। 'পাল্টি-পুরাণ' এই অন্ধকার সন্ধিক্ষণের পুরাণকথা। সময়ের ক্রম ও ধ ারণা ভেঙ্গে বর্তমানের দিকেই অতীত ও ভবিষ্যৎ ছুটে আসছে। পৌরপ্রধান নীরদবরণ খবর পান একজনকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিচারহীন হত্যা বা হত্যার চেষ্টায় মিলিয়ে যাওয়া চরিত্রই তো বর্তমান আ মি, আপনি, আমরা, আপনারা, তুমি, তোমরা। এক অন্ধকার-সন্ধিক্ষণের পুরাণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের মনের, চেতনা-অবচেতনার ফাইলে কেবল কাগজ, গোঁজা-- এ নিয়ে আমরা কী করবো জানি না। এই পথহারা, দিকহারা এক বর্তমানের গল্পপুরাণ সাধন লিখেছেন।

সাধন পঞ্চাশ অতিক্রম ক'রে ষাটের দিকে ধাবিত। আমরা যাঁরা তাঁর অধিকাংশ লেখা পড়েছি, তাঁদের একান্ত প্রার্থনা, এই নতুন পুরাণের লেখক আরও লিখুন, কাউন্টার-চৈতন্যের তীক্ষ্মতায় আমাদের অস্তিত্বের এই নির্দেশ যাত্রাকে নগ্ন করে দিন মানবিক মমতায় ও ক্রোধে। Franz Fanon-- এর দি রেচেড অব দি আর্থ-এক ভূমিকায় জা পল সাত্র লিখেছিলেন, খুব বেশিদিনের আগের কথা নয়, 'the earth numbered 2000 milllion inhabitants that is 500 million human beings and 1500 million natives' পরিস্থিতির নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও পশ্চিমী ভুবনায়নবাদীদের কাছে এখনও এটাই সত্যি-- ওই নেটিভদের লড়াইয়ে এই ধরনের পাল্টি-পুরাণ আরও ব্যাপ্ত হোক, এটাই চাই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com